যুগান্তর

তারিখ ... 19 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

"দায়িত্ব নিতে রাজি নয় স্কুল কর্তৃপক্ষ"

হামিমুর রহমান ওয়ালিউল্লাহ

অভিভাবকের অভিযোগের ফলে প্রতিমঞ্চ টিম গত শনিবার সকালে ঘুরে বেড়ায় রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে। চোখে পড়ে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে কিছু ভ্যান। যে সব ভ্যানে করে স্কুলে আসছে শিশু শিক্ষার্থীরা। এদের একজনের কাছ থেকে অভিভাবকের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে কথা হয় বাচ্চার মায়ের সঙ্গে। আপনি যে সন্তানকে ভ্যানে স্কুলে পাঠিয়েছেন, ভ্যানটি কারা পরিচালনা করে, স্কুল নাকি বাইরের কেউ? তিনি বলেন, সঠিক জানিনা। তবে অন্য বাচ্চারা যায় বলেই এদের সঙ্গে মাসিক কন্ট্রাক্ট করেছি। এদের কী কারও পরিচয়পত্র বা সঠিক তথ্য আছে? জানতে চাইলে তিনি জানান, শুধু মোবাইল নম্বর আছে, কোনো দিন দেরি হলে চালককে ফোন দেই।

কথা হয় এক ভ্যানচালকের সঙ্গে। তিনি দাবি করেন, এসব ভ্যান স্কুল কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করে। আর পেটের দায়েই তিনি এ পেশায় আছেন। আ. করিম নামের এক ভ্যান মালিকের সঙ্গেও কথা হয়। তার ১০ থেকে ১২টি ভ্যান আছে। এজিবি কলোনিতে ভ্যানগুলো থাকে। তার সঙ্গে অন্য আরও মালিক আছেন। ড্রাইভারদের পরিচয়পত্র বা এসব বাচ্চার নিরাপত্তা কীভাবে দেন এমন প্রশ্নে তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে বিব্রত হন। তিনি বলেন, আপনার কি পরিচয়পত্র লাগবে? লাগলে দেয়া যাবে।

প্রতিষ্ঠানটির সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. সালাম খান বলেন, এসব পরিবহন কারা পরিচালিত করে তা তার জানা নেই। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো যাতায়াত সুবিধা দেয়া হয় না। কিন্তু এতে তো আপনাদের স্কুলের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে' এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, আমরা নিষেধ করেছি। এর দায়ভার আমাদের নয়। কোনো অঘটনে আমাদের দিকে আঙুল তোলারও সুযোগ নেই, আমরা আগেই নিষেধ করেছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরের কোনো দায়িত্ব ও দায়ভার স্কুল কর্তৃপক্ষ নেবে না।

রাজপথে ছুটে চলছে স্কুল কোচ

অনুমোদন ছাড়াই মালিক কল্যাণ সমিতির শতাধিক ভ্যান

মালিক কল্যাণ সমিতির শতাধিক ভ্যান শিক্ষার্থীদের আনা-নেয়া করছে। তবে এর অনুমোদন দেয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে শৃংখলা কমিটির একজন বলেন, আমরা অনুমতি দেইনি। এজন্য কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে দায় পরিবারের ওপরই। কারণ অভিভাবকরাই এসব ভ্যান চালক বা মহাজনের সঙ্গে কথা বলে সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন।

মালিক কল্যাণ সমিতির সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাদের আগে আরও বেশি ভ্যান থাকলেও এখন একশ' আছে। অনুমোদনের আবেদন করা হয়েছে তবে এখনও পাননি। শিক্ষার্থীদের ফরমের মাধ্যমে জায়গা ভেদে বিভিন্ন ভাতায় কন্ট্রাক্ট হয়।

যদি কোনো অঘটন ঘটে আপনারা কি দায়ভার নেবেন? এমন প্রশ্নে বলেন, এখন অবধি হয়নি। আশা করি হবেও না। 'ড্রাইভারদের সঠিক পরিচয়পত্র বা তাদের কোনো তথ্যাদি আছে কিনা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, না নেই; তবে অনেক দিন ধরে আছে তাই তাদের চিনি।

নারী শিক্ষা মন্দিরও কোনো দায় নেবে না

শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের (পূর্বতন নারী শিক্ষা মন্দির) ছাত্রীদের আনা-নেয়া করে কিছু ব্যক্তি মালিকানাধীন ভ্যান। ভ্যানচালকরা বলেন, তাদের সব তথ্য প্রতিটি পরিবারের কাছে আছে। তবে এক ছাত্রীর মা বলেন, সেল নম্বর ছাড়া আর কিছুই নেই। কথা হয় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মনোয়ার হোসেনের সঙ্গে। প্রশ্ন করা হয়, ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে আপনাদের কী পদক্ষেপ? আমাদের ক্যাম্পাসে সব সুরক্ষা আছে। কেউ অভিযোগ করলে আমরা তা মিটিয়ে দেই বা পদক্ষেপ নেই। বর্তমানে নিরাপত্তা সচেতনতা ও উগ্রতা নিয়ে আপনারা কী করে থাকেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা ক্লাস ছাড়াও তাদের আলাদা করে নানা বিষয়ে সচেতনা এবং তাদের মানসিক বিকাশে ক্লাস নেয়া হয়। যেসব ভ্যান বা কোচ ছাত্রীদের আনা-নেয়া করে তার কি কোনো অনুমোদন আছে? প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, অনুমোদন বলতে সব ড্রাইভারের তথ্য আমাদের কাছে আছে। যেহেতু আমরা পরিচালনা করি না; তাই কোনো দুর্ঘটনার দায়ভার আমাদের নয়। তবে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া দু'টি বাস চালু হলে এটি কিছুটা কমে আসবে।

এছাড়াও কামরুন্নেসা সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজেরও একই অবস্থা। অনেক পরিবারই সন্তানের নিরাপত্তাহীনতায় চিন্তিত থাকেন। ■